অভিন্ন, সত্তার মধ্যেই গতি নিহিত, আবার গতির ভিত্তিই হল সত্তা। যেমন শিব ও কালী, ব্রহ্ম ও শক্তি একই, বিচ্ছিন্ন দুই শক্তি নয়। শক্তি 'স্থির' হয়েও থাকতে পারে, আবার 'চঞ্চল' ও হতে পারে। 'শক্তি' এমন কিছু নয় - যা সত্তায় পূর্বে ছিল না, বাইরে থেকে এসেছে। সত্তার মধ্যে শক্তি আত্মকেন্দ্রীভূত হয়ে স্থির থাকতে পারে, আবার আত্মপ্রকাশের ধারায় বিচ্ছুরিত হতে পারে।

প্রশ্ন হতে পারে, কেন শক্তি আত্মসমাহিত অবস্থা থেকে প্রকাশের ধারায় ক্রিয়াশীল হয়? কেন শক্তি চিরদিন আত্মসমাহিত রূপেই অবস্থান করে না? যদি সত্তাকে অচেতন বলা হয়, তাহলে এই প্রশ্ন অবান্তব। কিন্তু সত্তা চিন্ময় হলে প্রশ্নটি যথোচিত আলোচনা যোগ্য। কেননা যদি বলা হয় যে, শক্তি বাইরে থেকে পুরুষকে প্রকাশে বাধ্য করে, তাহলে যখন পুরুষ শক্তির অধীন হয়ে পড়ে, তখন 'পুরুষ' আর নিরপেক্ষ থাকে না, সেক্ষেত্রে 'পুরুষ' ও 'শক্তি'তে বিচ্ছেদ আসে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, যে 'সত্তা' ও 'শক্তি' এক ও অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং আমাদের জানা প্রয়োজন 'চিৎ' এর প্রকৃত অর্থ কি?

'চেতনা' বলতে আমরা সাধারণতঃ মানুষের জাগ্রত চেতনাকে শুধু বুঝি। নিদ্রা বা মূর্চ্ছিত অবস্থাকে বাদ দিই। কিন্তু প্রকৃত অর্থে চেতনা এত সংকীর্ণ নয়। নিদ্রিত ও মূর্চ্ছিত অবস্থায় আমাদের চেতনা যে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। জাগ্রত চেতনা আমাদের চেতনার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, এর পশ্চাতে আছে আমাদের সমগ্র মগ্ন-চেতনা ও অবচেতনা - এগুলিই মানবসত্তার অধিক অংশ।

এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, যাকে আমরা জড় বা নিশ্চেতন বলি, সেখানেও চেতনা সুপ্তভাবে বর্তমান। যেমন মানুষকে নিদ্রিত অবস্থাতেও চিৎ সম্পন্ন বলা হয়। এই চিৎই জগৎস্রষ্টা। চিৎ থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি, চিৎ সকল কিছুর আধার ও কারণ। যে মহতী চিৎশক্তি সর্বত্র ক্রিয়াশীল, মানবচেতনা তারই একাংশ মাত্র। জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী - সকল কিছুতেই চিৎশক্তি বর্তমান ও সক্রিয়। উপস্থিত মানবমন এর পূর্ণতর বিকাশমাত্র। কিন্তু এই মানবচেতনারও ঊর্ধ্বে এর বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ এতো জগৎস্রষ্টা পুরুষেরই শক্তি। সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশই এই জগতের লক্ষ্য ও পরিণতি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, অর্থাৎ গতির প্রকৃতিটি কেমন? এমন প্রশ্ন ও গুরুত্বপূর্ণ। এই 'গতি কি অচেতন শক্তি? কিম্বা বুদ্ধিহীন শক্তি? একে কি রাসায়নিক (Chemical) গতি বলা যায় অথবা এটি সচেতন শক্তি? শ্রী অরবিন্দ বিনা দ্বিধায় বলেছেন, এই গতি সচেতন গতি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে গতি যে সচেতন সে কথা প্রমাণ করেছেন, আবার একথাও বলেছেন ঐ চেতনাই গতি।

তাঁর মতে, এই সচেতন-গতিই চিৎ শক্তি যা সমস্ত সৃষ্টির মূল। একে তিনি 'মা' বলেছেন এবং এই ঐশ্বরিক শক্তিই জগতের সৃষ্টি এবং ধাত্রী সমস্ত কিছুর মূল। এভাবে জগতের সৃষ্টিশক্তি রূপে একটি চেতনশক্তিকে স্বীকার করে শ্রীঅরবিন্দ জগৎ সম্পর্কে 'অচেতন উদ্দেশ্যবাদ' (Unconscious Teleology) এর তত্ত্বকে অস্বীকার করতে সমর্থ হয়েছেন। যে মুহূর্তে তিনি সৃষ্টশীল শক্তিকে চেতন বলে উপলব্ধি করছেন, তখন আর এই জগৎ-এর উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা, নিয়মকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা থাকে না।

গ) অসীম সত্তার আনন্দ (The Delight of Existence, Bliss):

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে অসীম সত্তা শুধুই চিৎ এবং চিৎ নয়, তাকে 'আনন্দ'ও বলা যায়। বেদান্তের উপলব্ধি এই যে ব্রহ্ম শুধু চিন্ময়সত্তা নন, তিনি আনন্দঘনও। এক চিন্ময় শুদ্ধ সত্ত

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি সকল কিছুর উৎপত্তির কারণ হয়, তবে প্রশ্ন হতে পারে, এই অনন্ত নিরপেক্ষ পূর্ণ ব্রহ্মের কোন অভাব বা প্রয়োজন নেই। কোন কিছুর জন্য কামনা নেই, তবে কেন তাঁর নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত হল? যদি উত্তরে বলা হয়—বহুরূপে প্রকাশ অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর স্বভাব, তাহলে উত্তরটি সঠিক হয় না। কারণ সেক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয়, ব্রহ্ম স্বাধীন নন-তিনি স্বভাবের অধীন, তিনি নিজেকে প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না। প্রকাশিত না হবার শক্তি তাঁর নেই। এও এক প্রকার অপূর্ণতা, সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে একথা বলা যায় না।

তাই শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, 'আনন্দ'কেই সৃষ্টির একমাত্র কারণ বলা যায়। এই আনন্দ থেকেই এই জগতের জন্ম। এক্ষেত্রে প্রাচীন বেদান্তের সৃষ্টির ব্যাখ্যাকে শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি এই সৃষ্টিকে শিবের পরম আনন্দদায়ক নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, নৃত্যের আনন্দই যেমন নৃত্যের উদ্দেশ্য, তেমনি এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যও কেবল আনন্দই। এই আনন্দ আত্মপূর্ণতারই নামান্তর। সুতরাং সকল কিছুর উৎপত্তির কারণ - সৎ, চিৎ ও আনন্দের আধার সচ্চিদানন্দ।

স্বাভাবিকভাবেই এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে 'অমঙ্গল' (Evil) প্রসঙ্গে। যদি এই জগৎ ব্রহ্মের আনন্দেরই প্রকাশ হয়, যদি ব্রহ্ম সৎ,চিৎ ও আনন্দেরই সমাহার হন, তবে এই জগৎ-এ 'দুঃখ' ও 'অমঙ্গল' রয়েছে কেন? জগতে এই দুঃখ ও অমঙ্গলের উপস্থিতি প্রমাণ করে, হয় ব্রহ্ম এই দুঃখ-ও অমঙ্গলকে রোধ করতে অক্ষম, না হলে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলিকে জগতে রেখেছেন। যদি ব্রহ্ম দুঃখ ও অমঙ্গলকে রোধ করতে অক্ষম হন তবে তিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী নন, আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি মানব জীবনে দুঃখ ও অমঙ্গল মিশ্র রাখেন তবে তিনি 'মঙ্গলময়' নন।

শ্রীঅরবিন্দ অমঙ্গল ও দুঃখের উপস্থিতির প্রসঙ্গে এ জাতীয় যৌক্তিক প্রশ্ন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে, ব্রহ্মকে জগতের বাইরে ভাবার জন্যই এ জাতীয় যুক্তি আমাদের মনে আসে। তিনিই সব কিছু। তিনিই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন। সুতরাং, তিনি জীবকে কষ্টের মধ্যে কেন ফেললেন? এ প্রশ্ন ঠিক নয়। কেন তিনি সচ্চিদানন্দ হয়ে নিজেকে নিরানন্দের মধ্যে ফেললেন, কিভাবে তাঁর মধ্যে দুঃখ, কষ্ট, অন্যায়, অশুভ এল - এটাই মূল প্রশ্ন।

শ্রী অরবিন্দের মতে, নীতিধর্ম মনুষ্য সৃষ্ট। জড়জগতে বা নিম্ন প্রাণীর মধ্যে নীতির বালাই নেই। ঝড় বা আগুন যে ক্ষতি করে, প্রাণী প্রাণীকে যে বধ করে, তার জন্য ঝড়, আগুন, বাঘ-সিংহকে কেউ নিন্দা করে না। মানব সমাজের উচ্চস্তরে ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায় বোধ আসে। মানুষ আনন্দের জন্য আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রসার চায়। তাতে বাধা এলেই সে এই বাধাকে অন্যায়, অশুভ মনে করে। আর যা তার আত্মপূর্ণতার সহায়-তাকেই সে 'ন্যায়সম্মত' ও 'শুভ' বলে। তবে মানবভেদে আত্মপ্রকাশের অর্থেরও ভেদ হয়। একজনের কাছে যা আত্মপ্রকাশ, অন্যের কাছে তা বিপরীত হতে পারে।

সুতরাং অর্থের তারতম্যের জন্য কোনটি একজনের কাছে ন্যায়সম্মত হলেও অন্যজনের কাছে তা অন্যায়। সাধারণ মানুষের কাছে যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা করা পাপ না হলেও, অহিংসাবাদী ন্যায় নিষ্ঠের কাছে তা অত্যন্ত অন্যায়। তাই ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম বোধ অত্যন্ত আপেক্ষিক। মানবস্তরে যে ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে, আরও উচ্চস্তরে উঠলে সে বোধ আর থাকে না। যেমন মানব চেতনার নিম্নস্তরে নীতির প্রশ্ন নেই। সেইরকম বর্তমান মানব চেতনার উর্ধ্বস্তরেও নীতির

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন থাকবে না। সেখানে বাধাবিঘ্ন এসব থাকবে না। সকলই আনন্দের অভিব্যক্তি। সুতরাং সেখানে অন্যায়ও থাকবে না। কিন্তু এই আনন্দ মানব অভিজ্ঞতার সুখ নয়। যেমন চিৎ বলতে শুধু মানব চেতনা বোঝায় না, সেইরকম আনন্দের অর্থ মানবীয় সুখ বোধের থেকেও ব্যাপক। এই আনন্দ কোন কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়। এ সার্বিক, অসীম ও স্বয়ংস্থ। জড়, প্রাণ ও মনের মধ্য দিয়ে আনন্দের অভিব্যক্তি হচ্ছে। মানব চেতনাতে এই অভিব্যক্তি আংশিক মাত্র, কামনা বাসনা দুষ্ট ও বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। দিব্য চিৎশক্তির প্রভাবে অহমাত্মক কামনা বাসনা দূর হলেই পূর্ণ দিব্য আনন্দের আবির্ভাব হবে। সত্য সুখের পরিবর্তে আসবে অমৃতময় আনন্দ।

Scanned with CamScanner